রিয়াছেন প্রহারে, ভর্ৎসনা এবং শাসন দ্বারা যাহা হইবার নহে, সুমিষ্ট বাক্য, সহানুভূতি এবং ধীরে ধীরে পবিত্রতার দিকে আকর্ষণ দ্বারা তাহা অনায়াসে সংসাধিত হইতে পারে এই সূত্র অবলম্বন করিয়া গত বৎসর প্রেম বিষয়ে এই তিনটি উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি বান্ধব সমিতির শিক্ষক ও ছাত্রদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। ঐ সমিতির পক্ষ হইতে উপদেশ কয়েকটী সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইল।

প্রেম

পরলোকগত

অশ্বিনী কুমার দত্ত

শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

(৬ষ্ঠ সংস্করণ।)

১৩৩১

সরস্বতী লাইব্রেরী

৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

কলিকাতা

মূল্য আট আনা

প্রকাশক

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

সরস্বতী পুস্তকালয়

৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীসরস্বতী প্রেস

২৬।১ বেনেটোলা লেন, কলিকাতা
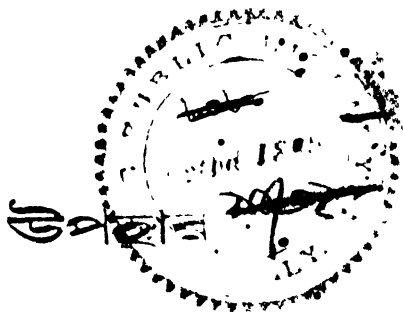
নিবেদন

বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে "ছাত্র সমিতি" নামে একটী সভা আছে। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরূপিত বিষয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদ্বারা এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্যকরূপে সংসিদ্ধ হইতেছে না দেখিয়া, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ এই সভা স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে নীতিশিক্ষা ও অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় চরিত্র গঠন এবং জন হিতৈষণা ও ঈশ্বর প্রীতি বৃদ্ধি হয়, যে সমস্ত বিষয়ে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগদান করিতে পারেন এবং যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ না থাকায় যুবকগণ নীতিহীন হইয়া পড়িতেছে, তাহারই আলোচনা ও শিক্ষার জন্য এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শনিবার সন্ধ্যার পরে সভার অধিবেশন হয় এবং শিক্ষকগণের মধ্যে একজন অথবা সমাগত কোন শ্রদ্ধেয় ছাত্রবন্ধু সদ্‌গ্রন্থ পাঠ কিম্বা সদুপদেশ প্রদান করেন। ধর্ম্মসঙ্গীত দ্বারা সভার কার্য্য

প্রেম

প্রস্তাবনা।

(১১ই ভাদ্র ১৩০০)।

বঙ্কিম সমিতির সভাকার্য্যে যে মন্ত্রটি অঙ্কিত আছে তাহার দ্বিতীয় শব্দটি সম্বন্ধে কিছু বলিব। যুবকদিগের নিকটে প্রেম সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন। আজকাল বাজারে শয়তান প্রেম নাম দিয়া অনিষ্টকর পদার্থ বিক্রয় করিতেছে। যুবকগণ তাহা না বুঝিয়া ক্রয় করিতেছে; প্রেমের নামে কাম, মোহ বিকাইয়া যাইতেছে। যুবকদিগকে সাবধান করা কর্ত্তব্য বলিয়া এই বিষয়ের অবতারণা করিলাম।

প্রকৃত প্রেম জগতের সার, অমূল্য পদার্থ, স্বর্গ হইতে প্রেরিত হয় ধরাকে স্বর্গে পরিণত করিবার

জন্য। স্বয়ং প্রেমস্বরূপ প্রেম প্রেরণ করেন। তুমি আমি চেষ্টা করিয়া তাহা আনিতে পার না। বাজারে তাহা পাওয়া যায় না। দিব্যধামের সম্পদ, দিব্যধাম হইতে প্রেরিত হয়, দিব্যধামে মানুষকে লইয়া যায়। জগতের অস্তিত্ব প্রেমে, বায়ু বহে প্রেমে, জল চলে প্রেমে, জমি চাষ হয় প্রেমে, অন্নাদির আহার আসে প্রেমে, তুমি আমি সকলে প্রেমের গোলোকের ভিতরে বসিয়া আছি, তথাপি প্রেম কি জানি না, জানাও সহজ নহে। যাঁহার চরণ হইতে পতিতপাবনী প্রেমগঙ্গার উৎপত্তি, তাঁহার বিষয় কিছু না জানিলে প্রেমের খবর জানিব কিরূপে?)

যেখানে ভগবানের মতি নাই, সেখানে প্রেম দাঁড়াইতে পারে না। প্রেমের ভিত্তি ভগবান। যুবকগণ, অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তোমাদিগের ভালবাসার মূলে ভগবান আছেন কি না? যাহাকে ভালবাস তাহার সহিত ভগবান ও তাঁহার বিধি সম্বন্ধে

কথা কহিতে ইচ্ছা করে কি না? পবিত্রতা সঞ্চয়ের জন্য পরস্পর সাহায্য করিতেছ কি না?

যেস্থলে পবিত্রতা নাই, সেস্থলে ভালবাসা নাই। প্রেমস্বরূপের সত্তা পবিত্রতাময়। তাই পবিত্রতা শূন্য প্রেম সম্ভবে না। পৃথিবীর কোন কলঙ্ক যে ভালবাসায় লাগিয়াছে সে ভালবাসা এখন ভালবাসা নামের উপযুক্ত নহে।

আজকাল প্রায়ই দেখিতেছি যুবকগণ কামকে, মোহ, নামকে প্রশ্রয় দিয়া তাহাকে প্রেম নামে অভিহিত করে। অথ যুবকগণ সয়তানেরি প্ররোচনায় এরূপ করিয়া থাকে। তাহার প্রধান কাজই এক গাটি মাল বলিয়া যত ভুয়ো জিনিষ চালাইয়া দেয়। প্রেমের নামে—দাম্পত্য প্রেম, বন্ধুতা, ভ্রাতৃস্নেহ প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর নাম দিয়া—কাম অথবা মোহ উপস্থিত করে, মূর্খ যুবকগণ আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাহাই গ্রহণ করে।

খাঁটি মাল এবং ভূয়ো জিনিষে কি প্রভেদ আমাকে তোমাদিগকে বলিয়া দেওয়া কর্তব্য। খাঁটি মালে প্রেমরাজ্যের রাজার ছাপ দেখিবে। যাহাতে তাহার কোন চিহ্ন অঙ্কিত না থাকে, সাবধান, তাহা কখনও গ্রহণ করিও না। স্বর্গের প্রত্যেক পদার্থে স্পষ্ট অক্ষরে ভগবানের মোহর অঙ্কিত দেখিবে। শয়তান কিন্তু তাহাও নকল করিয়া থাকে, পবিত্রতার নাম দিয়া অপবিত্রতা উপস্থিত করে। একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা করিলেই কাল দাগটি বাহির হইয়া পড়িবে। এই দাগটি ক্রমে বিস্তৃত হইতে হইতে সমস্ত জীবন ছাইয়া ফেলে, অবশেষে যিনি সাদরে ঐ পদার্থটি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাইয়া থাকে। তোমাদিগের প্রত্যেকের নিজের জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজন যে, তোমরা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবে—তোমাদিগের ভালবাসার মধ্যে কোন স্থলে কাল দাগ লুকায়িত আছে কি না।

থাকিলে বুঝিবে, এ সয়তানের মাল নিয়াছ, অমনি সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া চীৎকার করিয়া প্রেমরাজ্যের অধিপতি যিনি, কাতরস্বরে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে, 'হে ভগবান্ রক্ষা কর, রক্ষা কর, এ পাপ ভালবাসা দূর করিয়া তোমার পবিত্রতাঙ্কিত প্রকৃত প্রেম দিয়া এ দাসকে কৃতার্থ কর।' তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে সয়তানের মাল নষ্ট হইবে, প্রকৃত প্রেম আসিবে, প্রাণ মন জুড়াইবে, জীবন ধন্য হইবে। তুমি যাহাকে ভালবাস একবার তাকাইয়া দেখিও, তাঁহার মুখ দেখিলে ভগবানকে মনে পড়ে কি না। আমি তোমাদিগকে ক্রমে প্রেমের লক্ষণ ও তাহার সাধনোপায় বলিব। আজ একমাত্র বলিতেছি, সর্ব্বদা প্রেম সম্বন্ধে আত্মপরীক্ষা করিবে। তোমার ভালবাসার পাত্র তোমার আত্মসংযম নষ্ট করে কি না? কর্ত্তব্য কার্য্য করিবার ইচ্ছা কমাইয়া দেয় কি না? তাহার মিলন অথবা বিরহে প্রাণ বিশেষভাবে চঞ্চল

হয় কি না ? তাহাকে লইয়া তরল আমোদ করিতে-
ইচ্ছা করে কি না ? তোমাকে যিনি ভালবাসেন
তিনি আর কাহাকেও সেইরূপ ভালবাসিলে তোমার
মনে ঈর্ষার উদয় হয় কি না ? যদি দেখ আত্মসংযম
নষ্ট হয়, কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, তরল আমোদ
করিতে ইচ্ছা হয়, ঈর্ষার উদয় হয়, তবে জানিও
তোমার এ কলঙ্কিত ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা নহে
যাহাতে এই কলঙ্কগুলি দূর হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট
হইবে এবং আপনাকে শাসন করিবে।

উপসংহারে আবার বলিতেছি যে, যে ভালবাসার
আপাদ-মস্তক পবিত্রতা মাখানো নহে সে ভালবাসা
কিছুই নহে—তাহার মূল্য অর্দ্ধ পয়সাও নাই।
বরং প্রেমশূন্য থাকিবে তাহাও ভাল ; অপবিত্র
ভালবাসাকে হৃদয়ে স্থান দিবে না। এই মোহমদিরা
পান করিয়া অনেক যুবকের চরিত্র স্খলিত হইয়াছে ;
যাহারা ভাল ছাত্র ছিল, দিন দিন মন্দ হইতে হইতেছে

প্রেম,

চরণতলে সহস্র সহস্র সংসার-সন্তপ্ত জীব আশ্রয়
লইয়া প্রাণ শীতল করিবে, ইহাদ্বারা জগতের অশেষ
মঙ্গল সংসাধিত হইবে; কিন্তু কি কুক্ষণে এই
মহাকীট প্রবেশ করিয়া হৃদ্মর্ম্মে দংশন করিল, আর
বালকটির সে ভাব রহিল না; দিন দিন সে প্রতিভা
রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় মলিন হইতে লাগিল; সেই
প্রাণের সাহস, উদ্যম, তেজ, শক্তি ক্রমে ক্ষীণ,
ক্ষীণতর, ক্ষীণতম হইয়া পড়িল, সে উন্নতি
অবনতিতে পরিণত হইল; যত আশা, সব ফুরাইল;
তাহার জীবন ও মৃত্যু সমান হইয়া দাঁড়াইল।
তোমাদিগের কাহারও এই দুর্দশা না ঘটে, কেহ
কাম কি মোহের নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে
পতিত না হও, তাহারই জন্য বারম্বার তোমাদিগকে
বলিতেছি, ভালবাসা-সম্বন্ধে আত্মপরীক্ষা কর। খাঁটি
পবিত্র ভগবদনুমোদিত প্রেম বাছিয়া লও, তদ্দারা জীবন
কৃতার্থ কর। ভগবান তোমাদিগের সহায় হউন।

প্রেমের লক্ষণ।

(১৮ই ভাদ্র, ১৩০০)

সঙ্গীত।

প্রেমসিন্ধু মাঝে আজ ডুবিব অতল সলিলে।
চিরকালের মতন আমি ডুবিব রে।
আমি ডুবিব ডুবিব ডুবিব রে।
ডুবে সকল জ্বালা আমি ভুলিব রে।
আমার ঢেউ লেগে প্রাণ কেমন হ'ল।
ও ভাই প্রেমানন্দে মন মাতিল।
ওই সুখতরঙ্গে ডুবিব রে।
অগাধ জলের মীনের মত।
ও ভাই আর যে আমি রইতে নারি।

যাহা দেখ, তাহা প্রেম নহে। ভালবাসার প্রস্রবণ যিনি, তাঁহার নিকট হইতে প্রেম লইয়া আইস, তাঁহার চরণতলে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াও, "প্রেম দাও" "প্রেম দাও" বলিয়া তাঁহার দ্বারে চীৎকার কর। তিনি প্রেম দিলে তবে প্রেম পাবে; সংসারে প্রেম নামে কাম বিকায়, মোহ বিকায়। খাঁটি প্রেম পাইলে কাম দূরে যাবে। প্রকৃত প্রেমের জলে প্রেমসিন্ধু মাঝে ডোব, ঐ জল গায়ে মাখিয়া উঠিলে চারিদিকে দেখিবে কেবল প্রেম, কেবল প্রেম, স্বর্গে প্রেম, মর্ত্ত্যে প্রেম, আকাশে প্রেম, ভূতলে প্রেম—প্রেম নাই কোথায়?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃত প্রেম স্বর্গ হইতে আমদানী হয়, স্বর্গের জিনিষ—তাহাতে স্বর্গের ছাপ থাকে। সেই ছাপে কি কি পদার্থ, প্রেমের কি কি লক্ষণ বলিতেছি।

প্রেমের এই কয়েকটা ভাব অঙ্কিত দেখিবে।

প্রেম্

((১) আনন্দ, (২) নবত্ব, (৩) নিত্যত্ব, (৪) উচ্চত্ব, (৫) ব্যাপিত্ব, (৬) স্বার্থরাহিত্য।)

প্রেমে বড়ই আনন্দ, মধুর রসাস্বাদ। প্রেম আনন্দে ভাসে। প্রেমস্বরূপ যিনি তিনি ত আনন্দস্বরূপ। রসোবৈ স ঃ—তিনি রসস্বরূপ, তাই প্রেমে অখণ্ড আনন্দ। সে আনন্দের শেষ নাই, সে আনন্দের বিরাম নাই। যাহাকে ভালবাস তাহাকে দেখিলে প্রাণে আনন্দের লহরী খেলে, তাহার স্মরণে মননে কেবলই আনন্দ, প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়, কেন না প্রেমাস্পদ আনন্দের মূর্ত্তি। প্রেমিকের হৃদয় সর্ব্বদা আনন্দে পূর্ণ। তাঁহার সুখে আনন্দ, দুঃখে আনন্দ। দুঃখের ভিতরে প্রেমাস্পদ বুকের উপরে থাকিলে দুঃখ কমিয়া যায়। যিনি প্রেমের প্রস্রবণের নিকট হইতে প্রেম সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর ভিতরেও আনন্দ, কেন না প্রেমাস্পদ মৃত্যুবিধাতা আনন্দস্বরূপ। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি

ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'—আনন্দ হইতেই এই জীব সকল জন্মগ্রহণ করে, আনন্দ অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকে এবং মৃত্যুর পরে আনন্দেতেই প্রবেশ করে। সুতরাং মৃত্যু প্রেমের লীলা, আনন্দের খেলা। আমি মরিতেছি — আনন্দ হইতে আনন্দের দিকে চলিয়াছি আমার ভালবাসার পাত্র মরিতেছেন—প্রেমস্বরূপের প্রেমের আকর্ষণে আনন্দ হইতে আনন্দে চলিয়াছেন, তবে আর দুঃখ কিসের? আনন্দ ভিন্ন কথা নাই আনন্দম্, আনন্দম্! যতক্ষণ বিপদে দুঃখে মৃত্যুতে আনন্দ দাঁড়ায় নাই, ততক্ষণ প্রেম জন্মে নাই। বিপদে আনন্দ যখন, প্রেম জন্মেছে তখন। কোন দুঃখেই প্রেমিক উদ্বিগ্ন হন না, প্রেমের আনন্দস্রোত তাঁহার হৃদয় পরিপ্লুত করিয়া বহিতে থাকে। দুঃখের তপ্ত বালুকা যেই তাহার ভিতরে পড়ে, অমনি শীতল হয়। আজ গৃহে অন্ন নাই, প্রেমিকের মুখ

কখনও ক্লেশ হয় না। তিনি জানেন সুখেও প্রেমস্বরূপের ভিতরে, দুঃখেও প্রেমস্বরূপের ভিতরে চারিদিকে নিন্দার রোল উঠিয়াছে, হয় ত প্রেমাস্পদ ও প্রেমিক উভয়কে জড়াইয়া লোকে কত কথা তুলিয়াছে কিন্তু প্রেমিকের প্রাণে দুঃখ নাই। অনেক শুনিতে শুনিতে প্রেমিক বলিয়া উঠিলেন—

তেরি মেরি দোস্তি লাগলে লোক সব
বদনামি কিয়া।
লোক সবাকো বকনে দিতে
তুমনে হামনে কাম্‌ কিয়া॥"

"তোমাতে আমাতে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে, কত লোকে কত নিন্দা করিতেছে, যাহা ইচ্ছা বলিতে থাকুক, তুমি আমি প্রকৃত কাজ হাসিল করিয়াছি।" ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া এক প্রেমিক এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। প্রত্যেক পবিত্র প্রেমাস্পদকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে। কষ্টে, বিপদে

আর বিপদে যে মানুষ সোণা হয়—"যথা সহস্র-ধাতাতে ন মলং কিল কাঞ্চনে" যেমন সহস্রবার পোড়াইলে স্বর্ণে মল থাকে না তেমনি সহস্রবার দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ হইলে প্রাণে মল থাকে না। ভগবান্ বিপদে ফেলিয়া মলিন সোণা নিখুঁত করিয়া লন, এই চিন্তাতে যে আনন্দ। আমার প্রেমাস্পদ নির্ম্মল সোণা হইতেছেন, ইহা মনে করিলে কাহার না আনন্দ হয়? তাই বলি, প্রেমিকের মনে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সর্ব্বদা আনন্দলহরী খেলে। যদি দুঃখে বিপদে তোমার আনন্দ স্থির না থাকে, তবে বুঝিলাম রক্ত-মাংস কি স্বার্থের গণ্ডীর ভিতরে কার্য্য অথবা মোহপঙ্ক বজ্ বুজ্ করিতেছে। তুমি বলিতেছ প্রেমের সাগর হইতে তুমি নির্ম্মল স্বচ্ছ শীতল প্রেম লইয়া আসিয়াছ, তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ। প্রেম ত এই ক্ষণস্থায়ী সংসারের সুখ দুঃখের ভিতরে আবদ্ধ নহে, প্রেম যে নিত্য। সুতরাং অনিত্য সুখেও প্রেম আছে

ফাটিয়া পড়ে না, অনিত্য দুঃখও প্রেমের মুখে কোন দাগ পড়ে না। নিত্য প্রেমস্বরূপকে অবলম্বন করিয়া প্রেম নিত্য।

প্রকৃত প্রেম সেই অশরীরী আত্মাকে অবলম্বন করে। প্রেমের আশ্রয়—আত্মা, শরীর নহে। আত্মা নিত্য শাশ্বত, প্রেমও নিত্য শাশ্বত। শরীর লইয়া যে প্রেম ক্রীড়া করে, সে প্রেম প্রেম নহে, সে মোহ; তোমরা সাধারণতঃ যাহাকে ভালবাসা বল, সে ভালবাসা নহে সে মোহ। জড়ে ভালবাসা দাঁড়ায় না। অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, রুধির লইয়া কারবার যেখানে সেখানে প্রেম নাই।

আমি একটা বালিকারত্ন দেখিয়াছি। তিনি একটা লোককে ভালবাসিয়া কাকা, দাদা, মা, পিসীমা এইরূপ নানা প্রকার সম্বোধন করিতেন। একদিন এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন "জিজ্ঞাসা করি, তোমার কি পুরুষ ও স্ত্রী ভেদজ্ঞান নাই?"

থাকিত? তিনি উত্তর করিলেন "কেন থাকিবে? আমি যাহাকে ভালবাসি, মহাশয়, সে কি পুরুষ না স্ত্রী বলুন, আমার যাহা ভালবাসার পদার্থ তাহা পুরুষ কি স্ত্রী? তাহা কি এই বাহিরের শরীরের কিছু?" আমরা উত্তর শুনিয়া অবাক! ইনি, আমার মনে হয়, প্রকৃতই ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন। এমনি ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় অতি অল্প বয়সে চলিয়া গিয়াছেন। ইঁহার স্মৃতিতে নিবেদন সাষ্টাঙ্গ করি।

৯। তুমি যাহা ভালবাসা বল তাহা প্রকৃত ভালবাসা কি না পরীক্ষা করিতে হইলে ভাবিয়া দেখ, তোমার ভালবাসা শরীরে আবদ্ধ কি না? মৃত্যুর পরেও তোমার প্রেমাস্পদকে চির এমনি ভালবাসিবে কি না? ভাব, তাহার বিষয় চিন্তা করিতে গিয়া তাহার নাক, মুখ, চোখের চিন্তা কর, কি তাহার আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য ও নৈতিক শক্তি ও সামর্থ্যের বিষয় চিন্তা কর। ভাব, আজ যদি সে জগতের মঙ্গলের জন্য

চিরদিনের তরে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহাই তোমার ভাল লাগে, কি জগতের মঙ্গলের দিকে প্রাণ না দিয়া তোমার বুকে মাথা রাখিয়া সর্বদা তোমার সহিত ভালবাসার কথা কয় তাহাই ভাল লাগে? যদি দেখ তাহার শরীরটি সুখে রাখিবার দিকেই টান বেশী, তাহা হইলে বুঝিলাম প্রেম বলিয়া মোহকে আলিঙ্গন করিয়াছ, সুধা ভাবিয়া বিষ লইয়াছ।

মহাভারতে বিদুলার উপাখ্যানে প্রকৃত প্রেমের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। বিদুলা রাজমাতা ছিলেন, তাঁহার সঞ্জয় নামে একটী পুত্র ছিল; সিন্ধুরাজ তাঁহার রাজ্য হরণ করিলে সেই পুত্র ভগ্নোদ্যম হইয়া বিষণ্ণ-চিত্তে শয়ন করিল। বিদুলা তখন তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি বজ্রাহত মৃতের ন্যায় এরূপ জড়ভাবে শয়ান রহিলে কেন? একবার উত্থিত হও। কাপুরুষের

পালন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং স্বরাজ্য উদ্ধার করিলেন।

ইহারই নাম প্রকৃত ভালবাসা। বিদুলার ভালবাসা নিত্য। ইহা পুত্রের শরীর অতিক্রম করিয়া আত্মাকে ধরিযাছে, সুতরাং তাঁহার পুত্রের মৃত্যুতে দুঃখিত হইবার কারণ নাই। ধর্ম্মকে অবলম্বন করিযা যদি পুত্র মরিয়াও যায়, তাহাও তাঁহার আনন্দের কারণ। ভালবাসা এই ছাঁচের হওয়া চাই। এইরূপ প্রেম ইহলোক পরলোক উভয় লোক জড়াইযা থাকে। 'প্রেমাস্পদ যাবে কোথায়? তোমার শরীর ইহলোক ছাড়িলে কি হইল, নিত্য শাশ্বত আত্মা যাহা আমার তাহা ত আমারই রহিল। তাহাকে চুম্বন, তাহাকে আলিঙ্গন করিবার ক্ষমতা আমা হইতে লইয়া যায় কাহার সাধ্য?' প্রেমিক এই ভাবে প্রাণ পূর্ণ করিয়া আনন্দে নাচিতে থাকেন। অবিনাশী পর্ব্বত-শৃঙ্গে যে ঘর বাঁধিয়াছে

সে নীচের দুই একখানা চঞ্চল কালো মেঘের
আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিয়া বিস্মিত হইবে কেন ?
সে তথায় নিত্য পদার্থ লইয়া নৃত্য করিতে থাকে।

আবার তাহার মধ্যে কত যে নবত্ব দেখে।
প্রেমাস্পদ যে নব নব, নিত্য নব! নূতন নূতন
সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠে। চাঁদকে ভালবাসি
বলে, তাই চাঁদ কখনও পুরাণ হয় না। কখনও কি
চাঁদ দেখিয়া কেহ বলিয়াছে ও পুরাতন পচা জিনিষটা
আর যেন না দেখিতে পাই। গোলাপ কখনও
পুরাণ হয়? প্রত্যেক দিন গোলাপ দেখিতে
দেখিতে কখনও কি মনে হইয়াছে আর গোলাপ
দেখিতে ভাল লাগে না? যাহা মিষ্ট, তাহা চিরদিন
নূতন। মার কাছে শিশুর মুখ কখনও কি পুরাতন
হইয়াছে? হইতে পারে না—হইবার যো নাই।
যাহাকে ভালবাসি সে চিরদিন নূতন, যাহা ভালবাসি
তাহা চিরদিন নূতন, প্রেমাস্পদের মুখ দেখিলে,

প্রত্যেক দিন প্রাণের ভিতরে কত নব ভাবের লহরী খেলে! আমার প্রেমাস্পদ একাকী বসিয়া মন ঢালিয়া তাহার নিজের কাজ করিতেছে, আমি উঁকি মারিয়া দেখি, তার মুখে কত নব নব সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ খেলিতেছে। পঞ্চাশ বৎসরের বন্ধুত্ব কখন পুরাণ হয়, ভাই? যদি হয় সে ত বন্ধুত্ব নয়, সে যে মোহের শৃঙ্খল। যতদিন মোহের চমক ছিল, নূতন লাগিয়াছে; চমক ভাঙ্গিয়াছে আর পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত সতী পতির ভিতরে জীবনে মরণে ইহলোকে পরলোকে নব নব মাধুরীর খেলা দেখিতে পান। পিতা পুত্রেরও তাহাই। শিক্ষক ছাত্রেও তাহাই।

প্রেম যেমন নিত্য, যেমন নব, তেমনই উচ্চ। ইহাতে স্বর্গের উজ্জ্বল প্রতিফলিত। নীচত্ব, ইতরত্ব প্রেমে থাকিতে পারে না। নীচের, নরকের কিছু আসিলে প্রেম তাহা দূর করিয়া দেয়। প্রেমাস্পদের

হয় না, আমোদের কথায় খুব অগ্রুয়ান, কিন্তু কোন গম্ভীর কথা হইলে ছট্‌ফট্‌ করে, অমনি বুঝিবে সর্ব্বনাশ, ইহারা মৃত্যু নিকটে ডাকিয়া আনিতেছে। কেবল Picnic (বনভোজন) এর বন্দোবস্ত যেখানে, সেখানে প্রেম নাই। প্রেমের মধ্যে picnic এর আমোদ বাদ দিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাহার ভিতরে এমন পদার্থ পাওয়া চাই—যাহাতে স্বর্গের ছবি মনে আসে। স্বর্গে তরলতা নাই। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের পবিত্র গূঢ়তম আকাঙ্ক্ষা পরস্পারের নিকটে প্রকাশ করিয়া উভয়ে গলাগলি হইয়া স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করেন। যেখানে এই ভাব নাই, সেখানে প্রেম নাই।

প্রেমের ব্যাপিত্ব মনে করিতে গেলে বড়ই আনন্দ হয়। বিশ্বব্যাপীর খাস তহবিলের মাল কি না, তাই প্রেম বিশ্ব গ্রাস করিতে ধাবিত। প্রেমে [illegible]

বিস্তৃতি, ক্রমে বিস্তৃতি। আজ ভালবাসিলাম একজন সে আনিল আর একজন, পাইলাম দুইজন, মধুচক্র বাধিবার চেষ্টা হইল, ক্রমে আরও দুই একজন জমিতে জমিতে চক্র জমিয়া গেল। এক জন, দুই জন তিন জন, ক্রমে দশ জন, বিশজন, পঞ্চাশজন, একশত, এইরূপ প্রেমাস্পদের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে চলিল। প্রেমের চালনা যত অধিক হইবে, প্রেমিক তত জগৎ সুন্দরতর দেখিতে থাকিবেন ও তত অধিক ভাবে প্রেম গড়াইয়া পড়িবে। ক্রমে সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীময় প্রেম ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, অবশেষে মানবরাজ্য অতিক্রম করিয়া সজীব নির্জীব সমস্ত পদার্থই আয়ত্ত করিয়া ফেলে। তখন জগন্ময় কেবল মধুবর্ষণ হইতে থাকে। শাক্যসিংহের প্রেম দেখ—জগন্ময়; চৈতন্যের প্রেম দেখ—জগন্ময়। প্রকৃত প্রেমিক সত্য সত্যই দেখেন "দিবাকর সুধাকরে সুধা ক্ষরে, সুধামাখা হয়ে পবন সঞ্চরে, নদী বহে সুধা, মেঘে সুধা ঝরে,

চরাচরে সুধামাখা সমুদয়।" এ অবস্থায় যখন পঁহুছিবে তখন আর আনন্দের সীমা থাকিবে না, তখন যাহা সম্মুখে দেখিবে তাহাই জড়াইয়া ধরিতে ছুটিয়া যাইবে, বৃক্ষের পত্রে পত্রে চুম্বন রাখিতে ইচ্ছা হইবে, পুকুরের প্রত্যেক জলবিন্দু—চাঁদের প্রত্যেক কিরণকণা তোমার প্রাণের ভিতরে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে, রাস্তার ধূলিমাটো গাতে ভুলিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িবে, পাথরের ভিতরে সুধাধারা বহিবে। যাহার পরিণামে এমন না হইবে, তাহা প্রেম নহে। ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে নড়ে চড়ে যাহা, তাহা প্রেম নয়। প্রেম ত কূপের মত নয়, ও যে মহা মহাসাগর, সমস্ত বিশ্ব গ্রাস করিয়াও কেবল ঢেউ তুলিতে থাকে "আরও চাই, আরও চাই" বলিয়া। বিশ্ব ত সসীম, প্রেম যে অসীম। তাহার "আরও চাই" অনন্ত কালেও ফুরাইবে না। যুবক, এই প্রেম-ভিখারী হও। তোমার প্রেমের কি ক্রমেই বিস্তৃতি হইতেছে?

তুমি রামকে যেমন ভালবাসিতে আজ শ্যামকেও কি তেমনি ভালবাসিতেছ? যত মানুষ আছে বুকে পুরিয়া রাখিব, এমন ইচ্ছা কি মনের মধ্যে ঘন ঘন আসে? অপর কাহারও প্রেমের বিস্তৃতি দেখিয়া কি সুখ হয়? যদি তোমার প্রেম এরূপ ভাব আনিয়া থাকে, তবে সমাদরে ইহাকে রক্ষা কর। আর যদি দেখ প্রেমের ভিতরে হিংসা আসিতেছে, রাম তোমাকে যেমন ভালবাসিতেছে, অন্যকেও তেমন ভালবাসে বলিয়া তোমার প্রাণ [illegible] আসিতেছে; কেবল তুমি তাহার প্রাণের মালিক হইয়া থাকিবে আর কেহ তাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না—এই ইচ্ছা বলবতী, তবে তোমার প্রেমকে পদমর্দ্দিত করিয়া এখনই মারিয়া ফেল; নতুবা এই প্রেমে সুধার পরিবর্ত্তে তোমার প্রতি বিনাশের জন্য গরল উঠিবে। "Love one, love no more" (একজনকে ভালবাস, একজনের অধিক ভালবাসিও না)

সয়তানের উক্তি। "Love all things both great and small" (বড় ছোট সমস্ত পদার্থই ভালবাস) ইহাই ভগবানের আদেশ। তাই Love all things (সমস্ত পদার্থই ভালবাস); যিনি যে পরিমাণে এইরূপ ভাল বাসিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে সাধু। যীশু, গৌরাঙ্গ, শাক্য, জন পল— সকল দেশে সকল সাধুদিগের ইহাই জপ মালা শত্রুকে পর্য্যন্ত ভালবাসিবে। শত্রু কি তোমার বিশ্ব ছাড়া? শত্রু কি এই প্রেমপূর্ণ রাজ্যে বসতি করিতেছে না? তবে আর শত্রু রহিল কোথায়? শত্রুতার মধ্যে যে দেখি প্রেমের খেলা। ঐ যে তাহার খড়গ হইতে বিন্দু বিন্দু অমৃত চ্যুত হইতেছে, তাহা কি দেখিতে পাওনা? শত্রু যে সত্য সত্যই মিত্র। সে যে কত প্রকারে কত উপকার সাধন করিতেছে। এ প্রেমের রাজ্যে তুমি ইচ্ছায় কর আর অনিচ্ছায় কর, ভাল না করিয়া ভালবাসিবে

সহায়তা না করিয়া তুমি যাইবে কোথায়? যাঁহার রাজ্যে বসতি কর, মনে আছে? তুমি ত ভাবিতেছ প্রেমের মূলে আমি কুঠারাঘাত করিতেছি, কিন্তু এ দেখ তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল। তুমি আনিতে চাও বিষ, আসে অমৃত। তুমি ইহার কি করিবে? এ অমৃতরাজ্য এমনই গড়িয়া গেল। ইহুদিগণ ভাবিলেন, যীশু খ্রীষ্টের সহিত এমন শত্রুতা করিলাম যে, আর তাঁহার রোপিত বৃক্ষ কিছুতেই গজাইতে পারিবে না। আহা! কি হইল! তাহাদিগের শত্রুতাই মিত্রের কার্য্য করিল। তাহারা চাপিয়া ধরাতে আজ সমগ্র পৃথিবী যীশুর প্রেমবৃক্ষে ছাইয়া ফেলিল! হিরণ্যকশিপু ভাবিল, খুব শত্রুতা করিলাম, প্রহ্লাদ আর প্রেমপাগলা থাকিতে পারিবে না—হইল কি! কি করিতে কি হইল! বেচারা হিরণ্যকশিপু অবাক! সে পাগলামি একজন, দুইজন করিয়া দেশময় ব্যাপিয়া পড়িল। তাই সাধুগণের

শত্রু হইবার সাধ্য নাই। তোমার ঘরে, আমার ঘরে, এই যে গ্রামের দলাদলি, শত্রুতা—যাহার চক্ষু আছে, সে দেখিয়া লইতে পারে—ইহারই ভিতর ঢুকাতে মানুষ যতই চেষ্টা করুক, ভগবান প্রেম ঢুকাইয়া লইতেছেন। এ জীবনেও অনেকবার দেখিয়াছি মানুষ শত্রুতার ঘোর ঘনঘটা সাজাইল, দুর্দ্দিন গর্জ্জন হইতে লাগিল, ভয়ে প্রাণ ত্রস্ত, কিন্তু কি বিধাতার লীলা! তাহারই ভিতরে প্রেম-সৌদামিনী চমকিতে লাগিল, যখন মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল, শত্রু ভাবিলেন খুব জব্দ করিলাম, কিন্তু এমনই জব্দ হইলাম যে প্রাণের ভিতরের তাপ, অহঙ্কার, অভিমান, স্বার্থপরতা, অসতর্কতা, অনেক প্রকারের ত্রুটি—দূর হইয়া গেল, হৃদয় শীতল হইল, সদ্বৃত্তির চারাগুলি তেজে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেঁচে থাক, আমার এমন শত্রুগুলি। যখন দেখিবে যে, সর্ব্বদা শত্রুকে মিত্র বলিয়া প্রাণে টানিয়া লইতে

ইচ্ছা হইতেছে, তাহাকে আলিঙ্গন করিতে মন ব্যগ্র; অবশ্য তাহার অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে নিষেধ করিতেছি না, তাহা অবশ্যই করা কর্ত্তব্য; পুত্রের দুর্ব্যবহার যেরূপ শাসন করিতে হইবে, শত্রুর দুর্ব্যবহারও তেমনই শাসন করিতে হইবে; কিন্তু যেমন শাসন তেমনই চুম্বন; তাই যখন শত্রুকে চুম্বন করিতে সর্ব্বদা প্রাণ ব্যাকুল হইবে, তখন জানিবে যে প্রেম পাকিয়াছে।

প্রেমের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম স্বার্থরাহিত্য। প্রেম কখন আপনাকে চিনে না। পরের জন্য সর্ব্বদা উন্মত্ত। আপন ঘরে থাকে না, পরের সেবাই জীবনের মহাব্রত। পরই বা কাহাকে বলি? তাহার ত সবই আপন। স্বার্থপরতা আর প্রেম বিরুদ্ধধর্ম্মী। যেখানে স্বার্থপরতা, সেখানে প্রেম নাই; যেখানে প্রেম, সেখানে স্বার্থপরতা নাই। যত প্রেমের বৃদ্ধি, তত স্বার্থপরতার হ্রাস। Love varies inver-

sely as selfishness। প্রেমিক প্রেমাস্পদের সুখের জন্য নিজের সুখ ত্যাগ করেন। অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি মহৎ বিষয় পর্য্যন্ত প্রেমিকের এই লক্ষণ দেখিতে পাইবে। সামান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অকিঞ্চিৎকর পদার্থ ভোগ করিতে হইলেও আগে প্রেমাস্পদের ভোগ চাই, নতুবা প্রেমিক তাহা ভোগ করিবেন না। আর বিষম সঙ্কট সময়ে যখন মরুভূমিতে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, একজন বই দুইজন পান করিতে পারে না এরূপ জলের সংস্থান হইল, সে স্থলেও প্রেমাস্পদের জীবন রক্ষা পূর্ব্বে, প্রেমিকের পরে। সেই প্রাচীন আখ্যায়িকায় পড়িয়াছি, পিথিয়াস্ বলে 'ড্যামন্, তুমি থাক আমি মরি,' ড্যামন্ বলে 'না, তা হবে না, আমিই মরিব।' কিছুতেই ড্যামন্ পিথিয়াস্‌কে মরিতে দিবে না; কিছুতেই পিথিয়াস্ ড্যামন্‌কে মরিতে দিবে না। দুইজনেই নিজের প্রাণ দিয়া বন্ধুর প্রাণ

বাঁচাইবার জন্য [illegible]। প্রেমিকের শ্রেষ্ঠ বটে ছবি।

প্রেমিক চায় প্রেমাস্পদ সুখের উপরে থাকে, সুতরাং নিজে কোথায় রহিল? নীচে। নিজে নীচে। 'আমি' রহিল নীচে, আর প্রিয়জন রহিল উপরে। মনে রাখিও প্রেমিকের 'আমি' থাকে নীচে। যখন [illegible] প্রেম লাভ হয়, তখন সমস্ত [illegible] 'আমি' একেবারে নীচে। অতএব যত প্রেমাস্পদের [illegible] তত 'আমি' নীচে পড়িয়া যায়। নিজের ভোগ সুখ, প্রাণ বাঁচাইবার ইচ্ছা, কিন্তু আর প্রেমাস্পদের ভোগ সুখ প্রাণ বাঁচাইবার ইচ্ছার উপরে থাকিতে পারে না। এই বাখরগঞ্জের কোনও স্থানে এক খানি প্রেমের ছবি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা তোমাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। একটি ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক বালক একটি ২৩।২৪ বৎসর বয়স্ক যুবককে

বড় ভালবাসিত। যুবকটা বালকটীর বাড়ীতে উপস্থি
হইয়া, কয়েকদিন জ্বরে বড়ই কষ্ট পাইতেছে
একদিন, সে বালকটীর বাড়ীর একখানি ব
ঘরের বারাণ্ডায় এক তাকিয়া ঠেসান দিয়া অজ্ঞানে
মত পড়িয়া আছে, এদিকে একটা বিষধর সর্প
একটী বিড়াল বাড়ীর প্রাঙ্গনে ভয়ানক বিবাদ আর
করিয়াছে। বিবাদ করিতে করিতে সর্পটা
বারাণ্ডায় তাকিয়া ও যুবকটীর গলার নীচে প্রবে
করিয়া ফণা ধরিয়া উঠিল। যুবকটীর ঘোর প্রা
সঙ্কট উপস্থিত। সে ত মড়ার মত পড়ি
রহিয়াছে। কে তাহাকে রক্ষা করে? নিক
যাহারা ছিল, কেহই ভয়ে অগ্রসর হয় না। সকলে
হৃদয় কম্পিত; মুখ শুকাইতে লাগিল। কি হ
কি হয়, কেহই কিছু করিতে সাহস পাইতেছে
বালকটী স্নান করিতে গিয়াছিল। স্নান করি
আসিয়া দেখে এই ব্যাপার। যেমন দেখা, অ

প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক গামোছা দিয়া দুই হস্তের মধ্যে সর্পের ফণা চাপিয়া ধরিল। সকলে অবাক্। স্বর্গে প্রেমের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। ভগবান্ বালকের মস্তকে তাঁহার প্রেম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আহা! কি মনোহর ছবি। ইহারই নাম প্রেম। যুবকটী জাগিয়া তাহার বালক বন্ধুর অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে সর্প বালকটীর হস্ত জড়াইতে লাগিল। বালকটী দা চাহিতে লাগিল। তাহার দাদাও নিকটে আসিয়া না, একখানি দা ফেলিয়া দিল। যুবকটী সেই দা দিয়া সর্পের শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। অবশেষে বালকটী সর্প মস্তক দূরে ফেলিয়া দিল। এই বালকটী প্রেম কাহাকে বলে বুঝিয়াছে। বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। বন্ধুর বিপদ দেখিয়া নিজের প্রাণ তৃণের ন্যায় গণ্য করিয়া সর্পমস্তক ধরিতে সাহসী

হইয়াছিল। ধন্য বালক! আমাদিগকে প্রেমের মহিমা বুঝাইয়া দিল। দাদার ভিতরে প্রেম নাই দাদিতেও নিকটে আসিতে পারিল না, সেটা অপদার্থ ভাইটা দেবতা, প্রেমিক বলিয়া পরিচিত হইবার উপযুক্ত। কেমন স্বার্থরাহিত্যের চিত্র দেখিলে একবার আজ নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিও—আর ভগবানকে বলিও, তিনি তোমাদিগের হৃদয়ে এইরূপ প্রেমের অবতারণা করিয়া তোমাদিগকে কৃতার্থ করেন।

প্রেম প্রতিদান চায় না, মোহ প্রতিদান চায় কবি বলিয়াছেন—

"দিলে নিলে, বদল পেলে,
ফুরিয়ে গেল প্রেম পিপাসা।"

বাস্তবিক বিনিময়ের ভাব প্রেমে আসিলে সে বণিগ্‌বৃত্তি আসিল। প্রকৃত প্রেমিক কখন বণিক হইতে পারে না। তিনি ভালবাসিয়াই সুখী; প্রেম

আমাদের ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যাকুল নয়। স্বর্গ মর্ত্ত্যকে প্রতিদিন কত দিতেছে, কখনও কি বিনিময়ে কিছু চায়? সূর্য্য, চন্দ্র পৃথিবীকে প্রেম কিরণে প্লাবিত করিয়া, কখনও কি বলে—পৃথিবী, তুই এত ত পেলি এখন আমাদিগকে কিছু দে? প্রেমিক আপন প্রেম-দানে আপনি পাগল। দিয়াই বিভোর, দেওয়া তাও মানে নাই। "ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে"—প্রেমিকের এই ধর্ম্ম। যুবক, তুমি যাহাকে ভালবাস, সে তোমায় ভালবাসে না বলিয়া কি তুমি ব্যাকুল? সে ভাল না বাসিলে কি তোমার অনুরাগের হ্রাস হয়? যদি হয় তবে জানিবে—তুমি যাহাকে ভালবাস, সে বাস্তবিক তোমার ভালবাসার পাত্র নহে, সে তোমার মোহের পুতুলি। তুমি মোহকূপের মণ্ডুক, প্রেমসাগরের রোহিত নও।

প্রেমে গাম্ভীর্য্য আছে—ভীমত্ব নাই;
কৌতুক আছে—তরলতা নাই;

আবেগ আছে—উদ্বেগ নাই ;
উচ্ছ্বাস আছে—উদ্বেলতা নাই ,
শাসন আছে—পেষণ নাই ;
বিবাদ আছে—বিষাদ নাই ;
অভিমান আছে—অপমান নাই।

প্রেম বড়ই গম্ভীর, সাগর যেমন অতল স্পর্শ তেমনি অতলস্পর্শ। দ্বিপ্রহর রজনীতে যখন জগৎ নিস্তব্ধ হয়, আর পৃথিবীতে কোন জীবের সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না, বায়ু বহে না, পাতা নড়ে না, ব্রহ্মাণ্ড-ময় এক গভীর অনাহত ওঁ উঠিতে থাকে, সেই সময়ে প্রেমিক প্রেমাস্পদের ধ্যানে 'নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপং।' তখন আপনার শরীর, প্রেমাস্পদের শরীর ভুলিয়া গিয়া প্রেমিক আত্মার মাধুরী সম্ভোগ করিতে থাকে। তখন বাহ্যজগৎ আস্তে আস্তে মনের বাহিরে চলিয়া যায়, মাটী আর নিকটে আসিতে সাহস পায় না, আকাশ, বায়ু—ভয়ে দূরে সরিয়া

দাঁড়ায়, প্রেমিক যোগী প্রেমাস্পদের আত্মার্ণবে ঝাঁপ দিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলেন। ডুব দিয়া কোথায় চলিয়া যান—কে বলিতে পারে; পাছে প্রেমিক বাধা পান এই ভয়ে দেবগণ নিশ্বাস রোধ করিয়া এই অনির্ব্বচনীয় আত্মনিমজ্জন দর্শন করেন। এই গম্ভীর মহাব্যাপার যাঁহার জীবনে সাধিত হয় তাঁহার মুখে এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের আভা দেখিতে দেখিতে পাইবে। প্রেমিক গম্ভীর। কিন্তু সে গাম্ভীর্য্যে ভীমত্ব নাই, সে প্রসন্ন গাম্ভীর্য্য। তাহা দেখিতে ভয় করে না, প্রাণ কাঁপে না। তাহাতে রুদ্রত্ব নাই। প্রশান্ত মহাসাগর দেখিলে প্রাণে যে ভাব হয়, প্রেমিকের মুখ নিকটে দেখিলে হৃদয়ে সেই ভাব হয়। প্রেমিককে দেখিলে কেমন এক গাম্ভীর্য্যানুভূতি হয়, কিন্তু তাঁহাকে প্রাণের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে ভয় হয় না। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ নির্জ্জনে—অতি নির্জ্জনে,

গম্ভীর ভাবে জীবনের গূঢ়তম বিষয় পরস্পরের নিকটে প্রকাশ করিয়া প্রেমের আদি প্রস্রবন যিনি তাঁহার নিকটে বর ও অভয় ভিক্ষা করেন। (যাহার নিকটে তোমার অন্তস্থলের গভীরতম রহস্য প্রকাশ করিতে ভয় হয়, সে কখনঁ তোমাকে ভাল বাসে না। গম্ভীরতম বিষয়গুলিই প্রেমের প্রধান আহার।)

প্রেম গম্ভীর বটে, কিন্তু বড় কৌতুকী। সাগর বড় গম্ভীর, কিন্তু তাহার বক্ষে কেমন সুন্দর ছোট ছোট ঢেউ খেলে। ভগবান বড় কৌতুকী, তা নইলে এত ফুল ফুটে, সাঁজের বেলা আকাশে এত রং ফলে, এমন মধুর দক্ষিনে হাওয়া বয়? প্রেমের ভিতরে তাই হাসি আছে, আমোদ আছে, ঠাট্টা আছে, কিন্তু তরলতা নাই। ফুলের দেখেছ বাহিরে পাপড়ীগুলি কেমন দুলিয়া দুলিয়া হাসে, কিন্তু ভিতরে অন্তস্তলে একটি সুন্দর কালো দাগ; তেমনি প্রেমিকের বাহিরে কৌতুকের খেলা, কিন্তু সেই কৌতুকের

কেন্দ্র ভূমি গাম্ভীর্য্য। প্রেমের আমোদ তৃণ-গুচ্ছ নয়, তুলা নয় যে উড়িয়া যাইবে, সর্ব্বদা তাহাতে গাম্ভীর্য্যের ভার লাগান আছে। প্রেমের কৌতুক ভাসা ভাসা নয়, তাহার তলায় গাম্ভীর্য্য। এ গাম্ভীর্য্য যে নজর করে সে বোঝে, কোমল সকল নহে। সাধুগণ বড়ই কৌতুকী অথচ কৌতুকের ভিতর দিয়া কত সময়ে কত গভীর তত্ত্ব উপস্থিত করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের সহিত যাঁহারা আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারা এই কথার যাথার্থ্য সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দেওঘরের রাজনারায়ণ বাবুকে দেখিয়া আইস; প্রেমের সহিত কিরূপ কৌতুক মিশান থাকে, বুঝিতে পারিবে। আর এক কথা বলিয়াছি, প্রেমে আবেগ আছে— উদ্বেগ নাই। ইহাতে প্রশান্ত ব্যাকুলতা খুব কিন্তু ছুট্‌ফটানি নাই। বুক ভাঙ্গিয়া ভিতরে, আরও ভিতরে, আরও ভিতরে, আত্মার হাড়ের ভিতরে

প্রেমাস্পদকে পূরিয়া রাখিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়। তাহার সহিত তন্ময় হইবার জন্য অনবরত চেষ্টা হইতে থাকে। প্রেম যত পায় তত চায়, 'আরও' 'আরও' ক্রমাগত এই ভিক্ষা। যিনি প্রেমরাজ্যের অধীশ্বর, তিনি, প্রেমিক যত চান, ততই দেন। হীরা, মণি, মাণিক, এক মাণিক সাত রাজার ধন, কত মাণিক চাও? যত চাও, অনন্ত ভাণ্ডার হইতে পাইবে। তিনি দেন। দিলে কি হইবে, আরও চাই। প্রেমে এইরূপ ব্যাকুলতার পরাকাষ্ঠা, কিন্তু তাই বলিয়া উদ্বেগ নাই, যাহাতে পাগলপারা করে, যাহাতে স্থৈর্য্য নষ্ট হয় তাহা নাই। প্রেম বিরহ সহিতে পারে খুব। সতী পতির জন্য ব্যাকুল হন কিন্তু তাই বলিয়া কি পতি নিকটে না থাকিলে অস্থির হন? আত্মা ত সর্ব্বদাই খুঁটোর ভিতরে, তবে আর উড়িয়া যাইবেন কেন? যে ভালবাসায়—বন্ধু পাঁচটার সময় আসিবার কথা, না আসিলে—আর

কিছুই ভাল লাগে না, গুরুতর কর্ত্তব্যসাধন কষ্টকর হইয়া পড়ে সে ভালবাসা প্রেম নহে, সে মোহ। দেখ, তোমাদিগের ভালবাসা এই জাতীয় কি না? তোমার প্রেমাস্পদ তোমায় উদ্বিগ্ন করেন কি না, তোমার পাঠ মুখস্থ করার বাধা দেন কি না? সেই পাঠ্য শিখিবার সময়ে তাঁহার ছবি তোমায় জাগিয়া কর্ত্তব্যের সহায়তা করে, কি বাধা জন্মায়? যদি বাধা জন্মায় তবে সাবধান, সাবধান, মণি হার বলিয়া ফণী ধরিও না।

প্রেমে উচ্ছ্বাস আছে, উদ্বেলতা নাই। চন্দ্র দেখিলে সাগর আনন্দে স্ফীত হয়, কিন্তু কখনও কি বেলা অতিক্রম করিয়া থাকে? প্রেমাস্পদকে দেখিলে হৃদয় আনন্দে কাঁপিয়া অবশ্য উঠিবে, কিন্তু তাই বলিয়া কখন কর্ত্তব্যের বেলা অতিক্রম করিবে না। স্কুলে আসিবার সময়ে অনেক কাল পরে প্রেমাস্পদ হাসিতে হাসিতে উপস্থিত, দেখিয়া প্রাণ

আনন্দে মাতিয়া উঠিবে, হৃদয়ে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইবে হওয়াই প্রার্থনীয়, কিন্তু তাই বলিয়া স্কুলে যাওয়ার যেন বাধা না হয়। স্কুলে আসিতে যদি ইচ্ছা না করে, তাহা ঠিক নহে। বরং তাঁহার মূর্তিখানি বুকে পুরিয়া, তাঁহার আগমনের আনন্দ সৌরভে হৃদয়টি ভরপুর করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কর্তব্য সাধন করিতে যাইবে। প্রেম কর্তব্যজ্ঞান তীক্ষ্ণতর করিয়া দেন। প্রেমে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। প্রকৃতি ত প্রেমময়ী, কিন্তু কখনও কি তাঁহাকে বিধি নির্দিষ্ট কর্তব্য লঙ্ঘন করিতে দেখিয়াছ? রামচন্দ্র সীতাকে কত ভাল বাসিতেন, একদিন সীতার স্পর্শসুখানুভব করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন :—

> বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
> প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
> তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
> বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সংমীলয়তি চ॥

(আমার এই যে অনুভূতি—ইহা কি সুখ? না দুঃখ? প্রবোধ কি নিদ্রা? আমার শরীরে কি বিষ সঞ্চারিত হইতেছে? না আমি কোন মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া উন্মত্ত হইয়াছি? কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার স্পর্শে স্পর্শে কেমন এক বিকার উপস্থিত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল, চৈতন্য বিভ্রান্ত ও সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল! এ আমার হল কি!) তিনিই কিনা কর্তব্যানুরোধে সেই সীতাকে অনায়াসে বনবাসে পাঠাইলেন! বুদ্ধদেব প্রাণাধিকা গোপাকে কর্তব্যের জন্য ত্যাগ করিলেন। চৈতন্য শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়া প্রেম প্রচারের জন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। দাক্ষিণাত্যে যাইবার সময়ে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর শিষ্যগণ ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিল, একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥

প্রেমিকের প্রাণ কুসুম হইতেও কোমল, কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বানে বজ্র হইতেও কঠোর হইয়া থাকে। উচ্ছৃঙ্খলতাশূন্য প্রেমের এই ছবিগুলি মনে রাখ।

শাসন আছে, পেষণ নাই। ঠাকুর আমাদিগকে ভালবাসেন কিন্তু অন্যায় করিয়াছ কি ছাড়াছাড়ি নাই। শাস্তি পাইতেই হইবে। তবে সে শাস্তির ভিতরে ক্রোধ নাই, কুটিল ভ্রুকুটি নাই। ক্রোধের ভাণ মাত্র, মূলে প্রসন্নতা। পিতা সন্তানকে দোষ সংশোধন জন্য প্রহার করিতেছেন, কিন্তু চক্ষু থাকে যদি দেখ, ঐ প্রহারের মধ্যে প্রেমের প্রবাহ গল্ গল্ করিয়া ছুটিয়াছে। প্রেমাস্পদের ত্রুটি দূর করিবার জন্য শাসন অবশ্য থাকিবে; কিন্তু তাহাতে পেষণ, অত্যাচার, উৎপীড়ন থাকিতে পারে না। প্রেমের প্রহারের মধ্যে বিকটতা নাই। [illegible]

এমন জন্য যে মুহূর্ত্তে প্রহার তার পর মুহূর্ত্তে ক্রোড়ে ধারণ। যুগপৎ শাসন ও চুম্বন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটি বালক তাহার প্রিয়তম অপর একটি বালককে কোন অন্যায় কার্য্যের জন্য শাসন করিয়াছে। অমনি কথা বন্ধ। দুটা দুদিকে চলিয়া গেল। কিছু কাল পরে আবার দুটা একটা বৃক্ষতলে উপস্থিত, কিন্তু একজন অপর জনকে স্পর্শও করে না, পরস্পর কোন কথাও বলে না। এদিকে বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে। শাসক ভাবিতেছে প্রিয়তম আহার করিয়াছে কি না, কিরূপে জানি। ভাবিতে ভাবিতে কিঞ্চিৎ পরে বৃক্ষের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'গাছ, আমি কিন্তু আর কাহারও সহিত কথা কহি না, আমি তোমার সহিত কথা কহি, বলি গাছ, তুমি কি ভাত খাইয়াছ?'. অপর বালকটিও বৃক্ষের দিকে তাকাইয়া বলিল 'গাছ, আমিও কিন্তু আর কাহারও সহিত কথা কহি না, আমি তোমার সহিত কথা

কহিতেছি, 'আমি ভাত খাইয়াছি।' কি মধুর দৃশ্য। শাসক বালকটী শাসন করিয়াছে, কিন্তু তাহার পেষণ করিবার অধিকার নাই। প্রেম তাহার পেষণের ক্ষমতা অপহরণ করিয়াছে।

প্রেমে অভিমান আছে; অপমান নাই। রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন :—

মা মা ব'লে আর ডাকব না।

কিন্তু মা নিকটে আসেন নাই বলিয়া কি অপমান বোধ করিয়াছিলেন? তাহা করিলে অমন মিষ্ট অভিমানের গীত গাহিতে পারিতেন না। অপমান বোধ যেখানে সেখানে, অভিমানের মধুরত্ব নাই। কখনও কখনও প্রেমিক অভিমানে ফুলিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু প্রেমাস্পদের গলা না জড়াইয়া থাকিবেন কতক্ষণ? অপমান মনে হইলে আর গলা জড়ান আসে না। গৌরাঙ্গ অভিমানে আর কৃষ্ণ নাম লইবেন না স্থির করিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা রহিল কই?

প্রেমিক এক মুহূর্ত্তে বলিবেন 'যাক্, আর আমি তাহাকে ডাকিব না,' পরমুহূর্ত্তেই

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শ-
নান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণ-
নাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

'সে আমাকে আলিঙ্গনই করুক আর দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহতই করুক—যাহাই করুক না কেন, আমি তাহারই, আমি তাহারই।' প্রেমে অভিমান এই রূপই দীর্ঘস্থায়ী!

আর একটা কথা বলিয়াছি—প্রেমে বিবাদ আছে, বিষাদ নাই। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা শুনিয়া ইহা বুঝিতে আর কষ্ট হইবে না। হয় ত বাহিরের মতভেদ লইয়া বিবাদ চলিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া আদর যাইবে কোথায়? প্রেমের ভিত্তি যখন ভগবান আর তাঁহার পদতলে যখন সকলেই এক

হইয়া আছি, তখন বাহিরের সামান্য বিষয় লইয়া বিবাদে বিষাদ আসিবে কেন? হিন্দু মুসলমান, চীন ও পেরুবাসী, আমি ত বলি পরস্পর গভীর প্রেমে আবদ্ধ হইতে পারে এবং হওয়াই প্রাকৃতিক। মূলে যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া প্রেম জন্মে তিনি যে 'বিগতবিবাদং'। তবে আর প্রকৃত বিবাদ অর্থাৎ বিষাদ-জনক বিবাদ থাকে কই? পরমহংস মহাশয় ও কেশবচন্দ্র সেন এই দুয়ে মতের বিবাদ ছিল, কিন্তু বিষাদ আসিল কই? পরস্পার যে গলাগলি হইয়াছিলেন, তাহা সে বিবাদ টুটাইতে পারিল কই?

প্রেমের কতকগুলি লক্ষণ বলিলাম। এই লক্ষণ-যুক্ত প্রেম সাধন করিতে পারিলে সুন্দর হইবে। ভগবান্ যে অত সুন্দর কেবল তিনি প্রেমনিধি বলিয়া। তোমরাও প্রেমিক হইলেই সুন্দর হইবে। সুন্দর হও, সুন্দর হও, সেই সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবিয়া সুন্দর

হও। প্রেমনিধি হরি হইতে প্রেম সঞ্চয় কর। ওই দৃষ্টান্তে জীবন ধন্য হবে। তোমাদিগের আপাদ মস্তক প্রেমে অভিসিঞ্চিত হউক। চিন্তনে, কার্য্যে বাক্যে, প্রেমের মহিমা প্রচার কর—ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।

প্রেমের শক্তি ও সাধন।

(২৫শে ভাদ্র, ১৩০০)

মূঢ়মতি যুবকবৃন্দ প্রেম বলিয়া মোহকে স্থান দেয়, মণিহার বলিয়া ফণী গলায় বাঁধে, অমৃত বলিয়া বিষ খায়, সাগর বলিয়া মরুভূমির দিকে ধায়, তাই তোমাদিগকে সাবধান করার জন্য গত শনিবার প্রেমের কতকগুলি লক্ষণ বলিয়াছি, আজ প্রেমের শক্তিমত্তার পরিচয় দিব এবং প্রেম সাধনের কয়েকটা উপায় বলিব।

প্রেম শক্তিমান্, সর্ব্বজয়ী। যাহা ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুতে পারে না, তাহা প্রেম পারে। যেখানে অপর সমস্ত শক্তি পরাস্ত, প্রেম সেখানে জয়ী। জগতের ইতিহাস দেখ। জগাই মধাই আর কোন শক্তি দ্বারা

পরাস্ত হইল না, কিন্তু নিতাইয়ের প্রেম-ভাগীরথী যেমন প্রকাণ্ড ঐরাবতকে ভাসাইয়া নিয়াছিল তেমনি জগাই মাধাইকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। শিক্ষক দুর্দ্দান্ত বালককে শাসিত করিবার জন্য কত উপায় অবলম্বন করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না যাই প্রেমদণ্ড উত্তোলন করিলেন, অমনি বালক শাসিত হইল। এক ব্যক্তি ভীষণ রোগে শয্যাশায়ী চিকিৎসকের ঔষধ তাহাকে শয্যায় উঠাইয়া বসাইতে পারিল না, কোন ভালবাসার পাত্র উপস্থিত হইল শরীরময় বিদ্যুৎ ছুটিল—সেই শয্যাশায়ী রোগী উঠিয়া বসিল। প্রেম দুর্ব্বলকে সবল করে, অশিষ্ট ব্যক্তিকে শিষ্ট করে, মহা পাপীকে পুণ্যাত্মায় পরিণত করে, আর কি চাও? নিজের জীবন পর্য্যালোচনা কর, দেখিবে যতটুকু প্রেম ততটুকু জয় জয়কার। প্রেম সর্ব্বৌষধি—মহৌষধি। স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রেমে বিধৃত, সুরলোক নরলোক প্রেমসূত্রে গ্রথিত;

প্রেমাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিমান কিছুই নাই। অমন পাষণ্ড সিরাজউদ্দৌলা রামপ্রসাদের প্রেমের গানে গলিয়া গেল! আজ বঙ্গরাজেশ্বরের কনককিরীট বিলুণ্ঠিত প্রেমিক সুন্দরের চরণতলে। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যাহা পারেন নাই যীশু তাহা পারিয়াছেন। নেপোলিয়ান সেণ্ট হেলেনায় ইহা বই উল্লেখ করিয়া কাঁদিতেন। আর নেপোলিয়ানের অনুচর-মোহিনী যে শক্তি ছিল তাহাও প্রেমের শক্তি। তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে এমনই ভালবাসিতেন যে তাহারা তাঁহার নিকট মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় বশ হইয়া থাকিত। আর্কোলার যুদ্ধে জয়লাভ একটা প্রেমকণার শক্তি বিকাশ। অস্টারলিট্জ যুদ্ধে তাহার প্রাণ বাঁচাইল প্রেমে; হু হু শব্দে একটা অগ্নিময় কামানের গোলা নেপোলিয়ানের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল, তাহার বাল্যসহচর জ্যাকোপোর প্রেমে সেই গোলাটী বুক পাতিয়া লইল। প্রেম এইরূপ

শক্তি লইয়াই জগতে মহীয়ান। বিশ্বময় ই প্রেমের জয় ঘোষণা হইতেছে। প্রেমের মহিমার সম্বন্ধে সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যাইতে পারে।

এখন প্রেমসাধনের কয়েকটী উপায় বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

(১) প্রেম সাধনের জন্য প্রথম কর্ত্তব্য—প্রেম-স্বরূপের প্রেমকীর্ত্তন, প্রেমিকদিগের সঙ্গে প্রেম সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রেমিকের জীবন চরিত পাঠ। ভগবানের প্রেমকীর্ত্তন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কি ভাস্করানন্দ স্বামীর ন্যায় প্রেমিকদিগের সঙ্গ। এই রূপ প্রেমিকদিগের সহিত প্রেম সম্বন্ধে আলোচনা ও ইহাদিগের কি শাক্যসিংহ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি প্রেমিক-গণের জীবনচরিত পাঠ করিলে যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই তাঁহার প্রেমের সঞ্চার হয় এবং যাঁহার প্রেম আছে তাঁহার প্রেমের বৃদ্ধি হয়। প্রেমস্বরূপের প্রেম-

লীলা শ্রবন ও কীর্ত্তন এবং প্রেমিকদিগের সহিত কি তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সদালোচনাদ্বারা কঠোর ব্যক্তির হৃদয়ও অমৃত সিক্ত হয়, এবং তাহার প্রাণের ভিতরে এরূপভাবে অমৃতের লহরী খেলিতে থাকে যে, সে তাহা পান করিতে করিতে 'কোথায় প্রেম, কোথায় প্রেম' বলিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়ে। ভগবান ও ভক্ত-হৃদয়ের কথা শুনিতে শুনিতে—একদিন, দুদিন, চারিদিন, দশদিন, বিশদিন, একমাস, দুমাস, চারি-মাস, পরে একদিন না একদিন রং ধরিবেই। জগাই এর হৃদয়ে নিতাইয়ের সঙ্গগুণে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রেমের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

(২) প্রকৃতি দর্শন ও জগন্ময় প্রেমের বিধি কিরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে তাহার চিন্তন। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই প্রতীতি হইবে মানবসমাজ প্রেমের ভিত্তিতে স্থাপিত। যতই পৃথিবীর উন্নতি হইতেছে ততই প্রেমের মহিমা বিস্তৃত হইতেছে।

আমেরিকায় সিকাগো-প্রদর্শনী—প্রেমের মহামেলা। এই ব্রহ্মাণ্ডের নানাদেশের নানাজাতি তথায় পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেম স্বরূপের প্রেমের লীলা দেখাইল। Parliament of Religions কি শিখাইতেছে? ভিন্ন ভিন্ন মত লইয়া যাহার যতই বিবাদ থাকুক না কেন, ধর্ম্মের কেন্দ্রভূমি প্রেম। নানাদেশে যে ক্রমে ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তার হইতেছে তাহাদ্বারাও ত প্রেমের প্রচার হইতেছে। আমাদিগের অভাব তোমরা পূরণ করিতেছ, তোমাদিগের অভাব আমরা পূরণ করিতেছি—পরস্পরের অভাব মোচন। বাহ্য লৌকিক ব্যাপারের মধ্যেও একটু অনুসন্ধান করিলেই প্রেমের খেলা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের নিকট হইতে অনেক পাইতেছে। ইংলণ্ড ও ভারতের নিকটে অনেক পাইতেছে। সমস্ত জগৎ প্রেম সূত্রে আবদ্ধ। ভিতরে চলিয়া যাও। এক একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের

উন্মেষে কত যে প্রেমের কাণ্ড কারখানা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বর্ণনাতীত।

প্রকৃতি দর্শন বড়ই প্রেমোদ্দীপক। চন্দ্র সূর্য্য, জল, বায়ু, বৃক্ষ, লতা প্রেমস্বরূপের আদেশ প্রতিপালন করিয়া আমাদিগকে কিরূপে আপ্যায়িত করিতেছে তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয়। প্রেম ভিখারী কয়েক দিন চাঁদের দিকে তাকাও, দেখিবে রসে হৃদয় পূর্ণ হইবে। প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর ছবি দেখ, নদীর কুল্ কুল্ ধ্বনি শ্রবণ কর, মলয় মারুত সেবন কর, ফুলটি কেমন ফুটিতেছে দেখিতে থাক, মধুর মধুর বৃষ্টিপাতের গম্ভীর আনন্দ অনুভব কর, হৃদয়ে প্রেম আসিবে। প্রকৃতির মনোহারিণী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে প্রাণ ভালবাসায় পূর্ণ হয়। “ফুলের গন্ধে মনে পড়ে তারে যারে ভালবাসি।” যদি কাহাকেও ভাল না বাসিয়া থাক, তবে নূতন ভালবাসার উদ্রেক হয়। প্রেমময়ী প্রকৃতির

নিকটে উপস্থিত হইলেই তিনি হৃদয়ভাণ্ড প্রেমে পূর্ণ করিয়া দেন। তাই চারিদিকের অগণ্য মনোহর দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া প্রাণ বোঝাই করিয়া লও। যদি তোমার ভালবাসার পাত্র কেহ থাকে তাহা হইলে তাহাকে লইয়া প্রকৃতি দর্শন করিতে থাক, যাহা দেখিবে দ্বিগুণ মধুর বোধ হইবে আর প্রেমের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে। প্রেমাস্পদের গলা ধরিয়া যত প্রকৃতি দেখা, তত উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের ক্রমাগত বৃদ্ধি। যেমন প্রেমের বৃদ্ধি হইবে তেমন উভয়ে সূর্য্য হইতে তেজ, চন্দ্র হইতে মাধুর্য্য, পুষ্প হইতে কোমলতা, সাগর হইতে গাম্ভীর্য্য সঞ্চয় করিতে পারিবে এবং প্রকৃতির ভিতরে বিধি, শৃঙ্খলা, শাসন দেখিয়া উভয়ে স্বীয় জীবনে তাহা আয়ত্ত করিয়া দিব্য ধামের উপযোগী হইবে।

(৬) প্রেমাস্পদকে লইয়া কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হও। দুজনে মিলিয়া যত কর্ত্তব্য সাধনের জন্য

চেষ্টা করিবে ততই কর্ত্তব্য মধুর হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে প্রেমে কর্ত্তব্যজ্ঞান নষ্ট করে, সে প্রেম প্রেম নহে, সে মোহ। (প্রেমাস্পদ-দর্শনে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সুতরাং কর্ত্তব্যসাধনে মনোযোগের বৃদ্ধি হয়। পতঞ্জলি চিত্তের একাগ্রতাসাধন সম্বন্ধে বলিয়াছেন 'যথাভিমতধ্যানাদ্বা' যাহা প্রিয় তাহার ধ্যানে চিত্ত একাগ্র হয়। চন্দ্র দেখিতে দেখিতে চিত্ত একাগ্র হয়, যাহা ভালবাসি তাহা দেখিতে দেখিতে চিত্তবিক্ষেপ দূর হয়। যে ভালবাসায় ভালবাসার পাত্র দেখিলে ইন্দ্রিয় চঞ্চল হয়, চিত্ত-বিক্ষেপ জন্মে, তাহা ভালবাসা নহে, তাহা সর্ব্ব-নাশের দ্বার কাম অথবা মোহ।) এইরূপ ভালবাসা হইতে সর্ব্বদা আপনাকে রক্ষা করিবে। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ উভয়ে মিলিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত হইলে, কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে এবং পরস্পরের দর্শন অথবা স্মৃতি সুখ উভয়ের কর্ত্তব্য

সাধনের বিশেষ অনুকূল—হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরস্পর প্রেমে ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকিবে। যে আমার কর্ত্তব্যের সহায় হয়, সে অবশ্য আমার প্রিয়, আর যাহাকে কর্ত্তব্যটি সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে দেখি, তাহাকেও ভাল না বাসিয়া থাকা যায় না। তাই উভয়ে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধনে পরস্পরকে সহায় জানিয়া ও উভয়ে উভয়ের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া পরস্পর প্রিয়তর হইতে থাকেন।

(৪) পরস্পর জীবন পরীক্ষা দ্বারা প্রেমের বৃদ্ধি হয়। যেমন আত্মপরীক্ষা দ্বারা আপনার হৃদয় নির্ম্মল করিতে হইবে, তেমনি প্রেমাস্পদের জীবন পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে নির্ম্মল করিবে। প্রথমতঃ তোমার হৃদয়ের প্রেম এবং তোমাকে যে ভালবাসে তাহার হৃদয়ের প্রেম কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া লইবে, প্রেমের যে যে লক্ষণ বলিয়াছি তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবে যদি সেই লক্ষণ গুলির আভাস

পাও তবে জানিবে সোনা খাঁটি। আর না পাইলে এমন প্রেম হইতে দূরে থাকিবে। প্রেম অমৃত, কিন্তু বিষাক্ত হইলে অমন প্রাণঘাতক কিছুই নাই। জল ভিন্ন আমাদিগের প্রাণ বাঁচে না, আর সেই জল বিষাক্ত হইলে কলেরার বসতি। বিষাক্ত প্রেম সয়তানের প্রধান অস্ত্র। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিতে পাইবে ঐ প্রেমদ্বারা রাক্ষস অনেক জীব সংহার করিয়াছে, স্থানে স্থানে তাহাদিগের অস্থির স্তূপ রহিয়াছে। সাবধান, সেই রাশীকৃত মৃতাস্থি যে দিকে দেখিতে পাইবে, সে দিকেও যাইবে না। পরস্পরের প্রেম পরীক্ষা করিয়া তৎপর জীবন পরীক্ষা করিবে। প্রেমাস্পদের জীবনে কি কি গুণ আছে, কি কি দোষ আছে, তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবে। প্রেমের ধর্ম্মই এইরূপ পরীক্ষা এবং প্রেমে এইরূপ পরীক্ষার সুযোগ চমৎকার। প্রেমাস্পদ প্রেমিকের নিকটে হৃদয় না খুলিয়া থাকিতে পারে না। যেখানে

প্রেম সেই খানেই হৃদয় খোলার বাধা না। প্রেমিকের নিকটে প্রেমাস্পদের ভিতর বাহির সমস্ত খোলা। যেখানে হৃদয় খোলাখুলি নাই সেখানে প্রেম নাই। প্রেমাস্পদের প্রেমিকের নিকটে আপনার হৃদয়ের পরতে পরতে কি আছে—ভালই হউক আর মন্দই থাকুক—যাহা আছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা খুলিয়া দেখায় এবং প্রেমিকের হৃদয়ের জ্যোৎস্না দিয়া আপনার ভিতর বাহির ধুইয়া লয়। ইহাতে যেরূপ আনন্দ পৃথিবীর আর কিছুতে তেমন আনন্দ নাই। ঐ যে তোমরা বল পদ্ম ফোটে সূর্যোদয়ে আমার ত মনে হয়, পদ্ম হৃদয়ের অভ্যন্তরে কি আছে খুলিয়া খুলিয়া প্রিয়তম সূর্য্যকে দেখায় এবং তাহার কিরণে আপনার অন্তস্থল মণ্ডিত করিয়া আহ্লাদে পাঁপড়ি ছড়াইয়া বসে। কুমুদিনী ফোটে চাঁদকে দেখিয়া অর্থাৎ হৃদয়ের অন্তস্থল তাহার নিকটে খুলিয়া তাহার স্তরে স্তরে চাঁদের জ্যোৎস্না মাখিয়া

নয়। এই ভাবে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসার পাত্র যিনি তাঁহার শুভ্র কিরণে চিত্ত রঞ্জিত করিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। এইরূপ পরস্পরের প্রাণ খোলা হয় বলিয়া পরস্পরের জীবন পরীক্ষার সুযোগও উৎকৃষ্ট এই সুযোগের সুব্যবহার করিয়া দোষ গুণ একটি একটি করিয়া বাহির করা কর্ত্তব্য। প্রেমাস্পদের জীবনের analysis (ব্যাস) কর। অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদ্বারা তাঁহার জীবন যে যে উপাদানে গঠিত এবং তাহাতে যে যে গুণ ও দোষ আশ্রয় করিয়াছে তাহার সমস্ত ব্যাস করিয়া লও এবং তাহারই সমাস করিয়া প্রেমাস্পদের জীবন ও চরিত্র গঠিত কর। প্রেমাস্পদের চিন্তা এই ব্যষ্টি ও সমষ্টির ব্যাপার। ব্যাস ও সমাসে জ্ঞানের উন্নতি হয়। যে কোন বিজ্ঞান শিক্ষা কর—কেবল দেখিবে ব্যষ্টি আর সমষ্টি। অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমস্তই ব্যষ্টি ও সমষ্টি লইয়া। কেবল Analysisও,

Synthesis। ইহাতে জ্ঞানের বিকাশ হয়, বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়। প্রেমিক যাহা কিছু ভালবাসেন তাহাই ব্যষ্টি ও সমষ্টি লইয়া ব্যস্ত থাকেন বলিয়া ইমার্সন বলিয়াছেন Love sharpens intellect (প্রেম বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করে)। যাঁহাকে ভালবাস সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহার চরিত্র analyse করিবে। কেহ কেহ বলেন প্রেম অন্ধ। প্রেম কখনই অন্ধ নহে। Cupid (কাম) অন্ধ বটে, কিন্তু Love (প্রেম) চক্ষুষ্মান্। God is love (ভগবান্ প্রেমস্বরূপ)। God (ভগবান্) বিশ্বচক্ষু। প্রেমস্বরূপ বিশ্বচক্ষু। সুতরাং প্রেম তীব্র দৃষ্টিতে প্রেমাস্পদের অন্তস্তত্ত্বগুলি জানিয়া লইবে। তাহাতে প্রেমের হ্রাস হইবে এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। প্রেমাস্পদের মধ্যে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে সেই ত্রুটী দূর করিবার জন্য প্রেমিকের প্রাণে আবেগ হয়, তাহাতে প্রেমের বৃদ্ধি হয়।

প্রেমাস্পদকে বুকে করিয়া করিয়া প্রেমিক বলেন 'আমার এত আদরের ধন তুমি, তোমার ভিতরে ঐ কলঙ্কটি দেখিতে পারি না, তুমি শীঘ্র ঐটি দূর করিয়া দাও। প্রেমাস্পদের কর্ণে প্রেমিকের অনুরোধ বেদ বাক্য। অমনি অনুরোধ কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা আরম্ভ হয়, প্রেমিক সেই চেষ্টার সহায় হন, কলঙ্ক শীঘ্রই দূর হয়। যত এইরূপ অনুরোধ রক্ষা হয় কলঙ্ক দূরে যায়, ততই প্রেম তরঙ্গে তরঙ্গে বাড়িতে থাকে। আবার—আমার হৃদয় বন্ধুর উপযুক্ত ভালবাসার পাত্র হইতে আমার সমস্ত কলঙ্ক অপসারিত করা প্রয়োজন, এই চিন্তাও মানুষকে নির্ম্মলতার দিকে অগ্রসর করে এবং এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেও প্রেমের বৃদ্ধি হয়। অনেক সময়ে এমন হয় যে হৃদয়ের কোণে হয়ত একটু অন্ধকার লুকাইয়া আছে, আত্ম পরীক্ষার দ্বারা সে টুকু বাহির করিতে পারি না, কিন্তু যিনি ভালবাসেন তিনি সে টুকু ধরিয়া দিলেন,

অমনি তাহা দূর হইয়া গেল। আমি আমার সম্বন্ধে নিজে যাহা [illegible] নাই [illegible] বাসেন তিনি আমার হইয়া [illegible] তিনি বড়ই নিকট। আমি আমার [illegible] স্থল দেখিতে পারি না, তিনি তাহা পারেন; [illegible] চরিত্রের অনেক স্থল হয়ত আমার [illegible] রহিয়াছে [illegible] তিনি সমস্ত দেখিয়া বসিয়াছেন—তাই তিনি আমার আপনা হইতেও আত্মীয়, তাঁহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিব না ত কাহাকে ভালবাসিব?

(৫) নির্জ্জনে বসিয়া প্রেমাস্পদের ধ্যান বিশেষ উপকারী। ধ্যান করিবে কি? তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক?—তাহা বাদ দিতে বলি না, কিন্তু প্রধান ধ্যানের বিষয় তাঁহার শম, দম, দক্ষতা, ধীশক্তি, দয়া, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি গুণসমষ্টি। এরূপ ধ্যানে প্রেমের বড় বৃদ্ধি হয়। চক্ষু, কর্ণ.

নাসিকা প্রভৃতি ছাড়িয়া আত্মাকে ধরিতে হইলে মধ্যে মধ্যে পৃথক হওয়া ভাল। বাহিরের সঙ্গ সময়ে সময়ে স্থগিত রাখা আত্মানুসন্ধানের পক্ষে অনুকূল। তাই ইমার্সন বলিয়াছেন Leave this touching and clawing (এই ছোঁয়া ছানা ছাড়িয়া দাও); আত্মাতে চিত্ত নিবিষ্ট কর। যীশুর জন্য কত Martyrs প্রাণ বিসর্জন করিলেন। তাঁহারা তাঁহার মূর্ত্তি দেখেন নাই। আত্মার জন্য ভালবাসিয়াছেন আত্মাকে। ওয়াসিংটন আর্ভিং একটি স্ত্রীলোকের কথা লিখিয়াছেন, তিনি বায়রণকে না দেখিয়াও তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

উপসংহারে বলিতেছি, ভগবানের উপাসনা করিবার সময়ে প্রেমাস্পদকে বুকে করিয়া বসিও। তিনি নিকটে না থাকিলে, তাঁহার মূর্ত্তি ভগবানের চরণ তলে স্থাপন করিয়া লইও। সেই শ্রীচরণে